ব্রিটিশ শাসনের সাক্ষী বো ব্যারক

মধ্য কলকাতায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সৈন্যদের বসবাসের জন্য নির্মিত হয়েছিল বো ব্যারক।

দেশ ও প্রবাসের রাজনৈতিক খবর বিশ্লেষণের একমাত্র প্লাটফর্ম

প্রথম

সন্দেশ

ভারতীয় ক্রিকেট দলের বছরভর ব্যস্ততা

২০২৬ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দলের সবচেয়ে বড় ইভেন্ট হতে চলেছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তারপর বছরভর রয়েছে নানা টুর্নামেন্টের ব্যস্ত ক্রীড়াসূচি।

Monthly Newspaper: Vol-3 ● Issue - 1 ● January 2026 ● link with RNI Regn. No. WBBEN16094, Declaration No. 10/SDO-BP/2023,Dt.24.11.2023 ● Price: 5/-

নিউটাউনে ‘দুর্গা অঙ্গন’-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম সন্দেশ নিউজ ব্যুরো : বাংলায় প্রভু জগন্নাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মেদিনীপুর জেলার দীঘায়। এবার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারে কলকাতার নিউটাউনের একশন এরিয়া ওয়ান এর নিউটাউন বাস স্ট্যান্ডের ঠিক বিপরীতে শিলান্যাস করলেন ‘দুর্গা অঙ্গন’-এর। বিস্তৃত এলাকা নিয়ে তৈরি হবে দুর্গামন্দির। বাংলার সবচেয়ে বড়ো উৎসব ‘দুর্গাপুজো’কে কালচারাল হেরিটেজের তকমা দিয়েছে ইউনেস্কো। তাদের স্বীকৃতিকে সম্মান জানাতে তৈরি হবে দুর্গামন্দির।

গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ এর অপরাহ্নে নিউটাউন বাস স্ট্যান্ডের ঠিক উল্টোদিকে ছিল চাঁদের হাট। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের শুরুতেই মাতৃবন্দনার নৃত্য পরিবেশন করেন ডোনা গাঙ্গুলি ও তাঁর সহশিল্পীবৃন্দ। পরে শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবুল সুপ্রিয়, ইমন চক্রবর্তী ও ইন্দ্রনীল সেন সংগীত পরিবেশন করেন। উল্লেখযোগ্য বিষয়, শিল্পীদের গাওয়া বেশিরভাগ গান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ও সুর করা। মাননীয়া এর আগেও বহু গানের কথা লিখেছেন ও সুর দিয়েছেন।

সংগীতানুষ্ঠানের পর মঞ্চে উপস্থিত হন বহু গুণী মানুষ ও নেতা-নেত্রীরা। মঞ্চে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, “আমি সব ধর্মকে শ্রদ্ধা করি। কারণ ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।” দুর্গা অঙ্গন তৈরি করতে মোট খরচ হচ্ছে প্রায় ২৬১ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। অঙ্গনে থাকবে মিউজিয়াম। ১৭.২৮ একর জমিতে তৈরি হওয়া ‘দুর্গা অঙ্গন’-এ এক লক্ষ ভক্ত একসঙ্গে আসতে পারবেন। মন্দিরের উঠানে হাজার ভক্তের বসার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

৩৬৫ দিন ভক্তদের পুজো নিবেদনের জন্য খোলা থাকবে মন্দির। লক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবীর আলাদা মণ্ডপ থাকবে। প্রসাদ তৈরির এবং সাংস্কৃতিক ঘর তৈরি হবে যা বাংলার ঐতিহ্য। মন্দির চত্বরে তৈরি হবে দোকান। পুজো উপাচার বিক্রির মাধ্যমে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে এই বাংলায়। সম্প্রীতি ও একতার মেলবন্ধনে ‘দুর্গা অঙ্গন’ “বিশ্বের সেরা নিদর্শন হবে” বলে জানান তিনি।

বিশাল এলাকায় এই কনকনে ঠাণ্ডায় হাড় কাঁপানো শীতের হাওয়ায় মানুষের উচ্ছ্বাসের কোনো ঘাটতি ছিলো না। অসংখ্য মানুষ এসেছিলেন দূর-দূরান্ত থেকে। থিক থিক করছে কালো মাথা, যা প্রমাণ করে মানুষ শুভ উদ্যোগকে সব সময় স্বাগত জানায়। সমস্ত পরিকল্পনা মাফিক কাজ শুরুর কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। বাংলার মানুষ ভালো থাকুক এই বার্তা দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

বাংলা বাঁচাও যাত্রা
সিপিআইএমের রাজনৈতিক অস্তিত্বের লড়াই

প্রথম সন্দেশ নিউজ ব্যুরো : ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৫, উত্তর ২৪পরগনার কামারহাটিতে তুমুল উদ্দীপনার মধ্যে শেষ হল সিপিআই (এম)-এর বাংলা বাঁচাও যাত্রা। এই যাত্রার শুরু হয়েছিল ২৯ নভেম্বর, কোচবিহারের তুফানগঞ্জ থেকে। এই যাত্রার উদ্দেশ্যটাই ছিল রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় গিয়ে সাধারণ মানুষের সমস্যা তুলে ধরা এবং সংগঠনকে চাঙ্গা করা। বাংলা বাঁচাও যাত্রার মূল ইস্যুগুলো ছিল ভোটাধিকার বাঁচানো, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং মানুষের অধিকার রক্ষা, জল, জমি, জঙ্গল রক্ষা, রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্পের স্বার্থ রক্ষা, মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা, ধর্মনিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা এবং বিজেপি-তৃণমূলের মেরুকরণের রাজনীতির বিরোধিতা করা। যাত্রার মূল অঙ্গগুলি ছিল পদযাত্রা, বাইক মিছিল, জনসভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্থানীয় নেতা-কর্মীদের গুরুত্ব দিয়ে তাঁদের একত্রিত করা, জেলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং স্থানীয় ইস্যু তুলে ধরা এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষের মতামত নেওয়া ইত্যাদি।

কোচবিহার থেকে যাত্রা শুরু করার পর এই

যাত্রার পথে পড়েছে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান হয়ে উত্তর ২৪ পরগনা। যাত্রা থেকে বাদ পড়া জেলাগুলোর মধ্যে আছে হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর এবং কলকাতা। হিসেব মতো এই যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল সিপিআই(এম)-এর সংগঠনকে নতুন করে চাঙ্গা করার প্রচেষ্টার পাশাপাশি রাজনৈতিক একটা আবহ তৈরি করা। সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, মানুষ তৃণমূলকে ভরসা করে ঠকে গিয়েছে এবং তারপরে বিজেপিকে ভরসা দেখাতে গিয়ে তাঁরা ডবল ঠকে গিয়েছেন। ফলে বামপন্থা ছাড়া বাংলার আর বিকল্প নেই। তবে, এই যাত্রা নিয়ে শোনা যাচ্ছে সিপিআই(এম)-এর অন্দরেও প্রশ্ন উঠেছে। কেউ কেউ মনে করছেন, হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, কলকাতার মতো শক্তিশালী জেলাকে বাদ দেওয়াও ভুল সিদ্ধান্ত।

সব মিলিয়ে, বাংলা বাঁচাও যাত্রা সিপিআই(এম)-এর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচি, যা তাদের অস্তিত্বের লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

যাত্রার প্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের মতামত একটাই এতদিন পরে সিপিআই(এম) আবার মাঠে নামল, ভালো তো! আবার কেউ বলছেন: এই যাত্রা নিয়ে তো অনেক প্রশ্ন আছে, আসলে ফল কী হবে? আবার কারো কারো মতে, ভোটের সময় তো সবাই আসেন, এবার দেখি কী হয়! সব মিলিয়ে এই বাংলা বাঁচাও যাত্রা নিয়ে দেখা যাচ্ছে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া কিন্তু মিশ্র, তবে সিপিআই(এম)-এর এই উদ্যোগ যে রাজ্যজুড়ে প্রকৃতই একটা যথার্থ রাজনৈতিক আবহ তৈরি করেছে, সেটা নিয়ে দ্বিমত নেই।

প্রথম সন্দেশ
Monthly newspaper. Vol-3 ● Issue-1 ● January 2026 ●
link with RNI Regn.No. WBBEN16094 ● Declaration No. 10/500-BP/2023,Dt.24.11.2023 ● Price 5/-

সম্পাদকীয়

বিগত বছরের শেষ থেকে জাঁকিয়ে ঠান্ডা কলকাতা সহ বাংলার জেলায়। হাড় কাঁপানো শীত কলকাতা শহরে। মানুষ অভ্যস্ত নয়। তাই ব্যাপারটা নতুন বছরে নলেন গুড়ের সঙ্গে মাখিয়ে মানুষ চেটেপুটে আস্বাদন করছে। পৌষ পার্বন থেকে ক্রিসমাস একেবারে আহ্লাদে আটখানা না হয়ে এ-বছর দশখানা।

তবে রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতা কিন্তু সাধারণ মানুষের গা গরম করার জন্য মন্দ নয়। ২০২৬ মানেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের ঢাক ফাটিয়ে বাজাচ্ছে সব পক্ষ। এ বলে ওর দোষ, ও বলে এর দোষ। মাঝখানে আমজনতা। কী আর করা যায় বলুন? মানতে হবে। এস আই আর-এর গুঁতোয় বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা এই ঠাণ্ডায় হাজিরা দিচ্ছেন হিয়ারিং-এর জন্য। উপায় নেই।

যাক্‌গে, "প্রথম সন্দেশ" পত্রিকার সমস্ত পাঠক এবং পাঠক ছাড়া সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। সুস্থ থাকুন। ভালো থাকুন।

ব্রিটিশ শাসনের অন্যতম সাক্ষী বো ব্যারক

হৈমন্তী রায় ঠাকুর : মধ্য কলকাতার সেন্ট্রাল এভিনিউ (বর্তমান চিত্তরঞ্জন এভিনিউ) এর বৌ বাজার পুলিশ স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চল উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আলোর রোশনাই আর মানুষের উৎসব পালনের অন্যরকম আবেগে। একটাই কারণ কলকাতার অন্যতম আংলো ইন্ডিয়ান পাড়া। অর্থাৎ বড়দিন উৎসব।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সৈন্যদের বসবাসের জন্য নির্মিত হয়েছিল বো ব্যারক (১৯১৪ - ১৯১৮)। পরবর্তীতে ভারতীয় আংলো সম্প্রদায়ের বাসস্থানে পরিণত হয়। বর্তমানে এই লালা ইটের বাড়ি ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের রোমাঞ্চকর অনুভূতি অনুভূত হবেই। বড় বড় জানালা, উঁচু সিলিং, মজবুত কনস্ট্রাকশন, লাল রঙের দেওয়াল ও সবুজ জানলা পুরোনো আমলের কলকাতাকে স্মরণ করায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই ব্যারক বা কোয়াটার তৈরি হয়। "বো" আকৃতিতে তৈরি হওয়ায় এর নামকরণ "বো ব্যারক"। কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশি বাসিন্দারা নিজের দেশে ফিরে গেলেও পাড়ার নিজস্বতা বজায় রেখে যীশুখ্রিস্টের জন্মদিন উৎসব অর্থাৎ 'বড়দিন' রীতি মেনে পালিত হয়। আলো, ক্যারল, হাতে তৈরি কেক এবং ওয়াইন তৈরির প্রথা আজও এর ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম বসবাসকারী আংলো ইন্ডিয়ানরা নিজেদের সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রেখেছে একথা আগেও বলা হয়েছে।

বড়দিন উদযাপন হলেও বাঙালির নিষ্ঠুর মনের আয়নায় আংলো ইন্ডিয়ান মানেই ব্রিটিশ পিতা আর ভারতীয় মা। কেউ বলেন অবৈধ সন্তান। গরুর মাংস। স্কুল ড্রপ আউট। গাঢ় লিপস্টিক। ছোটো পোশাক। অবাধ যৌনতা। নাচ ইত্যাদি। বড় অদ্ভুত জাতি। পূর্বপুরুষের কেউ ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত ছিলেন, কিন্তু ঘর বেঁধেছেন ভারতীয় ভূখণ্ডে। ভারতের জলহাওয়া, বেড়ে ওঠা, শ্বাস-প্রশ্বাস, বিশ্বাস, প্রেম, যৌনতা সব। তবু ওরা অন্যরকম।

আমরা উদার মনের কথা চিৎকার করে বলি সারাদিন। কিন্তু বাস্তবে সংখ্যালঘু বলে চিহ্নিত করি কেন আমরা? বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় এক আংলো ইন্ডিয়ান বন্ধুকে এনেছিলাম বাড়িতে। সংক্ষিপ্ত আড্ডা আর টুকিটাকি কিছু খেয়ে সে চলে যাওয়ার পর আমার বাল্য বিধবা পিসিমা সেই ঘর সহ সারা বাড়ি গঙ্গাজল ছিটিয়েছিলেন। এও এক সংস্কৃতি।

উৎসব যতই পালিত হোক মনের মধ্যে খোঁচা চলতেই থাকে। ইতিহাসের পাতা ওলটালে "বো ব্যারকের" প্রাচীন ঐতিহ্য যেমন সামনে আসে ঠিক একইভাবে তাঁদের যন্ত্রণা, দৈনন্দিন যাপন, নীরব কান্নার আওয়াজ চুপ করে কান পাতলে শোনা যায়। তাঁরা তো কোনো ধর্মকে তাঁদের উৎসবে বাধা দেন না। তাহলে এই বছরের শেষ কয়েকটা দিন ছাড়া বাকি সময় আমরা দূরে সরিয়ে রাখি কেন? জাত-পাত এ কি এসে যায়! মানুষের মানবিক মনই শ্রেষ্ঠ সম্পদ, হয়তো ভুলে যায় বঙ্গ-জাতি!

দেড় দশক বাদে বাংলাদেশে পা রেখেই উদ্দীপনা জাগিয়েছেন জিয়া পুত্র

প্রথম সন্দেশ নিউজ ব্যুরো : ১৭ বছর কেটে গেল। দীর্ঘ জল্পনার পর অবশেষে কন্যা আর স্ত্রীকে নিয়ে বাংলাদেশে পা রাখলেন খালেদা জিয়ার পুত্র, বিএনপি পার্টির ডেপুটি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশের ক্ষমতায় এসেছিল সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তারপরেই দুর্নীতির মামলায় আটক হয়ে প্রায় ১৮ মাস জেল বাস করেছিলেন তারেক। অসুস্থতার জন্য জামিনে মুক্তি পেয়ে ২০০৮ সালে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তিনি লন্ডনে চলে গিয়েছিলেন। দীর্ঘ ১৭ বছর পর ঘরে ফিরে খালি পায়ে তিনি হাতে তুলে নিয়েছেন দেশের মাটি।

মাস দেড়েক বাদে নির্দিষ্ট সময় বাংলাদেশে নির্বাচন। সেই নির্বাচনে তারেক জয়লাভ করবেন কিনা তা অবশ্য বলবে ভবিষ্যৎ। কিন্তু ২০০৮ অক্টোবরে রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার মুচলেখা দিয়ে সপরিবার ব্রিটেনে আশ্রয় নেন যিনি তিনি কি পারবেন আজকের বাংলাদেশের মন জয় করতে। কিন্তু কী হবে তার ফল! হিসেব বলছে ৮৪টি মামলা মাথায় নিয়ে দেশ ছেড়েছিলেন তারেক।

জুলাই বিক্ষোভের জেরে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার উৎখাত এবং খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কারণে বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতৃত্বে যে চরম শূন্যতা, তার প্রেক্ষিতে তারেকের প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানাতে বিএনপি সমর্থকদের ঢল নেমেছিল তাঁর প্রত্যাবর্তনের কথা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতির এই যে সন্ধিক্ষণ, এই মুহূর্তে তারেকের প্রত্যাবর্তনে সেই আবহে কি নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে কোনো — এ প্রশ্ন এখন বাংলাদেশ কেবল নয়, সারা বিশ্বে সর্বত্র।

তারেকের প্রত্যাবর্তনের খবর যখন ছড়িয়ে পড়ছে ঠিক তখনই বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনূসের সহকারী খোদাবক্স চৌধুরী ইস্তফা দিয়ে জল্পনায় বাড়তি প্রেক্ষিত যোগ করেছেন। শাহবাগের সমাবেশ থেকে সময় বেছে দিয়ে ইনকিলাব মঞ্চ ওসমান হাদীর খুনের পরে দাবি তুলেছিল, খুনিদের গ্রেপ্তারির বিষয়ে যথাযথ অগ্রগতি না হলে খোদাবক্স এবং স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীকে পদত্যাগ করতে হবে। খোদাবক্স পদত্যাগ করলেও এ বিষয়ে কোনো উল্লেখ মাত্র কিন্তু করেননি, এটাও মনে রাখতে হবে। টালমাটাল পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তী সরকারে এরপর এই প্রেক্ষিতে কোন নতুন জটিলতা দেখা দিতে পারে কিনা এ বিষয়েও জোর জল্পনা চলছে রাজধানী সহ সর্বত্র। গত ১৭ বছর বাংলাদেশের ফিরতে না পারলেও বিএনপির বিভিন্ন সভায় তারেকের রেকর্ড করা বক্তব্য শোনানো হয়েছে বলেই খবর। তারপর এই প্রত্যাবর্তন।

অন্যদিকে বাংলাদেশ এখনো জ্বলছে। এই প্রেক্ষিতে ফের এক যুবককে পিটিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী, তোলাবাজির অভিযোগে উন্মত্ত জনতা নাকি মারধর করেছিল ২৯ বছর বয়সী ওই যুবককে। রাজবাড়ীর পাংশা উপজেলা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা যাচ্ছে। এর কদিন আগেই সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের যুবক দিপু চন্দ্র দাসকেও নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল বাংলাদেশে। পরে আরেক হিন্দু যুবক খুন হওয়ায় সামাজিক, রাজনৈতিক আবহাওয়া এই মুহূর্তে যথেষ্ট উত্তপ্ত। হিসেব বলছে, খালেদা পুত্র বাংলাদেশে পা রাখতেই জামায়াতে ইসলামী এবং ছাত্র যুবদের সংগঠন এনসিপির মধ্যে জোট গড়ার তৎপরতাও নাকি শুরু হয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ বলছেন খুব শীঘ্রই এই জোটের ঘোষণা হলেও হতে পারে।

অন্যদিকে স্বয়ং তারেকের বক্তব্য : 'আই হ্যাভ এ প্ল্যান'। দেশকে গড়ে তুলতে, পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে মানুষের সাহায্য চেয়েছেন তারেক। তাঁর কথায় : 'আমরা দেশের শান্তি চাই'। এই পরিস্থিতিতে প্রায় ১৭ বছর বাদে দেশে ফিরেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পার্টি (বিএনপি)-র ডেপুটি চেয়ারম্যান তারেক রহমান জিয়া। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি বিএনপি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী। তারেক জিয়ার দেশে ফেরায় রাজনৈতিক শূন্যতা এবং অস্থিতিশীলতার অবসান ঘটতে পারে বলেই আশাবাদী বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহল।

গ্রামের মানুষের কাছে রমরমিয়ে চলছে বাপুজি

মায়া চট্টোপাধ্যায়, হাওড়া: কয়েকদিন আগেই হুজুকে বাঙালি দু ঘন্টা, তিন ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে কেক কিনলেন বেশ মোটা অঙ্কের প্রণামী দিয়ে। 'ফ্লাওয়ারঅরা', ফ্লুরিস, 'নাহুম এন্ড সন্স', 'বেকিংগো, 'সালদানহা' 'দ্য রুজ', 'ডিজব্লিউ বেকারি' 'মিসেস ম্যাগপাই' ইত্যাদি বেকারির দোকানে লম্বা লাইন দিয়ে কেক কেনার হুড়োহুড়ি। মশাই আপনারা ক্রিসমাসের সময় আনন্দে শীতের আমেজ ক্রিম মাখার মত মেখে কেক খান কলকাতার নানা জায়গায় বা বাড়িতে।

কিন্তু প্রত্যেকদিন সকালে মাঝরাতে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে ভোরের আলোর স্নিগ্ধ রং গায়ে মেখে শহরে বাস থেকে নেমে কাকভোরে জীর্ণ হাত বাড়িয়ে চায়ের দোকানে বলেন - 'দাদা চা হবে? সঙ্গে একটা বাপুজি দেবেন'। মলিন জামা, অনিশ্চিত দৃষ্টি, সংসারিক পিছুটান মাখানো মুখে এক চুমুক চা ঢোক দিয়ে গিলেই এক কামড় বাপুজি কেকে।

দশ টাকায় ব্রেকফাস্ট। লক্ষ লক্ষ মানুষ আজও এই খাবারটুকু খেয়ে শহরের নানা জায়গায় রোজগারের আশায় শীত, বর্ষায় মাঝরাতে গ্রাম থেকে ট্রেনে কলকাতায় আসেন। সকাল শুরু হয় বাপুজি কেক খেয়ে। পরের খাবার রোজগার হলে খেতে পাবেন আর না হলে সারাদিন ওইটুকু সম্বল।

কেক নিয়ে বিলাসিতার অর্থ কোথায়! সেই প্রান্তিক মানুষদের হাত ধরে আজও চলছে বাপুজি। পঞ্চাশ হাজারের বেশি বাপুজি কেক-এর বিক্রি।

১৯৭৩ সালে অলোকেশ জানা প্রথম "নিউ হাওড়া বেকারি প্রাইভেট লিমিটেড" নামে 'বাপুজি কেক' সংস্থার রেজিস্ট্রেশন করেন।

কলকাতা ও হুগলিতে কারখানা চালু হয়। বাঙালির আমজনতার দরবারে রাজকীয় চালে পথ চলা শুরু এই কেকটির। আশির দশকে বেশিরভাগ স্টুডেন্টদের দুপুরের টিফিন ছিল বাপুজি কেক। আগেকার দিনে প্রায় প্রতিটি স্কুলের বাইরে একটি করে গুমটি দোকান থাকতো। কেক, বিস্কুট, ঝালমুড়ি ইত্যাদি পাওয়া যেত। সেই সব দোকানে বাপুজি কেক মাস্ট। থাকতোই।

শীত মরসুমে উপকারী খাবার এখনজরে

নিজস্ব প্রতিনিধি: আমরা প্রধানত গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই বসবাস করি। শীতের আমেজে হাবুডুবু খাওয়ার টাইম স্প্যান এতোই কম যে কয়েকটা দিন একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আবহাওয়া হলেই বাঙালি উৎসবে গা ভাষায়। মেলা, পিকনিক, পরিবারিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি বছরের নভেম্বর মাস থেকে শুরু করে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোটামুটি আমরা শীত শীত ব্যাপারটা অনুভব করি। বছরের সেরা সময় এই ক'মাস। কিন্তু কী কী খাবেন এক নজরে দেখে নিন। যদিও আজকাল সারা বছর সব শীতের ফসল পাওয়া যায় তবুও স্টোরেজ ফসলের থেকে টাটকা ফসল উপকার এবং স্বাদের দিক থেকে অতুলনীয়।

গাজর, বিট, ফুলকপি, বাঁধাকপি, পিয়াজকলি, পালংশাক, মেথি শাক, সরিষাশাক, মুলোশাক ইত্যাদি খাদ্য তালিকায় রাখলে শীতের সময় সর্দি, কাশি, ঠাণ্ডা লাগা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। শরীর সুস্থ রাখতে শাক-সবজি পর্যাপ্ত পরিমানে খাদ্য তালিকায় রাখুন।

আর একটি জিনিস হলো জাফরান। শরীর গরম রাখতে দুধের সঙ্গে সামান্য জাফরান (অল্প দুধে ভিজিয়ে রেখে এক গ্লাস দুধে) মিশিয়ে খেলে চাঙ্গা লাগতে পারে। এছাড়াও লবঙ্গ, দারুচিনি, গোলমরিচ জাতীয় মশলা খাবারের উপকরণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খেলে ঠাণ্ডায় সুস্থ থাকবেন।

এবারে ছবির বাজার ছিল জমজমাট

প্রথম সন্দেশ নিউজ ব্যুরো : ২০২৫ সাল বাংলা সিনেমার জন্য বেশ ভালো কেটেছে। বিভিন্ন ঘরানার সিনেমা মুক্তি পেয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে অ্যাকশন, থ্রিলার, ড্রামা, কমেডি এবং আরও অনেক কিছু।

এইসব সিনেমার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হল, যেমন ধরা যাক 'ধূমকেতু'। দেব ও শুভশ্রী জুটির এই ছবিটি বক্স অফিসে বেশ ভালো ব্যবসা করেছে। এ ছাড়া আছে 'দ্য একেন: বেনারসে বিভীষিকা'। অনির্বাণ চক্রবর্তীর অভিনয়ে এই ছবিটিও দর্শকদের মন জয় করেছে। সঙ্গে আরো আছে 'রঘু ডাকাত'। ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ছবিটি সেপ্টেম্বরে মুক্তি পায় এবং দর্শকদের মধ্যে বেশ আলোড়ন ফেলে। 'বরবাদ' নামে শাকিব খানের ছবিটিও ঈদে মুক্তি পায় এবং বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা করে। সব মিলিয়ে, ২০২৫ সালটা বাংলা সিনেমার জন্য বেশ ভালো কাটল বলাই যায়।

একই সঙ্গে বলার ২০২৫ সালের হিন্দি সিনেমার জন্যও কম প্রতীক্ষার বছর ছিল না। এবছরের কিছু উল্লেখযোগ্য সিনেমা হল: ভিকি কৌশল, অক্ষয় খান্না, রাশমিকা মন্দানা অভিনীত 'দেবা', যার রেটিং হল ৭.৩/১০, শহিদ কাপুর, পূজা হেগড়ে, কুবরা সাইত অভিনীত ছবি 'ফতে', যার রেটিং দেখা যাচ্ছে ৬.৬/১০, সালমান খান, রাশমিকা মন্দানা, কাজল আগরওয়াল অভিনীত 'ছাওয়া', যার রেটিং: ৭.৮/১০, সোনু সুদ, জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ, বিজয় রাজ অভিনীত 'জলি এলএলবি ৩', সালমান খান, রাশমিকা মন্দানা অভিনীত সিকান্দার, হৃতিক রোশন, জুনিয়র এনটিআর, কিয়ারা আদভানি অভিনীত 'ওয়ার ২'। এই সঙ্গে বলার যে, রণবীর সিং অভিনীত 'ধুরন্ধর' ছবিটিও ডিসেম্বর ২০২৫-এ মুক্তি পেয়ে বক্স অফিস কাঁপাচ্ছে।

সন্দেশ
Monthly newspaper. Vol-3 ● Issue-1 ● December2026 ●
link with RNI Regn.No. WBBEN16094 ● Declaration No. 10/500-BP/2023,Dt.24.11.2023 ● Price 5/-

নতুন বছরটা খুব ব্যস্ততায় কাটতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট দলের

প্রথম সন্দেশ নিউজ ব্যুরো : চলতি বছরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে এই বছরের ক্রিকেট সফর শেষ করল ভারতীয় দল। ওয়ান ডে ও টি-টোয়েন্টি দুটো সিরিজেই জয় ছিনিয়ে নিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। শুধু টেস্ট সিরিজ খোয়াতে হয়েছে তাদের। আসন্ন ২০২৬ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দলের সবচেয়ে বড়ো ইভেন্ট হতে চলেছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। শুধু বিশ্বকাপের আসর না, আরও অনেকগুলো টুর্নামেন্ট রয়েছে আগামী বছর টিম ইন্ডিয়ার। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ দিয়ে ২০২৬ সাল শুরু করতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট। নিজেদের দেশের মাটিতে কিউয়িদের বিরুদ্ধে তিনটি ওয়ান ডে ও পাঁচটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সিরিজ দিয়ে আগামী বছর শুরু করতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে এটিই শেষ দ্বিপাক্ষিক সিরিজ হতে চলেছে টিম ইন্ডিয়ার। এরপরই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আসর বসবে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে।

আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত চলবে এই মেগা টুর্নামেন্ট। সূর্যকুমার যাদবের অধিনায়কত্বে এই টুর্নামেন্টে খেলতে নামবে ভারত। আইপিএলের পর আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে একটি টেস্ট ও তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজের আয়োজন করতে চলেছে ভারত।

এরপর আছে ইংল্যান্ড যাওয়া, সাদা বলের ফর্ম্যাটে সিরিজ খেলতে। সেখানে পাঁচটি টি-টোয়েন্টি ও তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ খেলবে দুই দল। তারপর আছে আগামী আগস্টে শ্রীলঙ্কার মাটিতে টেস্ট সিরিজ। সেখানে ২ ম্যাচের সিরিজ খেলবে শুভমন গিলের দল।

এরপর আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ভারত। যদিও এর দিনক্ষণ এখনও ঠিক হয়নি।

আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে এশিয়ান গেমস। গতবার রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের অধিনায়কত্বে খেতাব জিতেছিল ভারত। সাধারণত বিসিসিআই এই টুর্নামেন্টে ভারতের দ্বিতীয় সারির দলকে পাঠায়। অক্টোবরের শেষে ভারতীয় দল নিউজিল্যান্ড সফরে উড়ে যাবে। সেখানে দুটো টেস্ট ও তিনটি ওয়ান ডে ম্যাচ খেলার কথা গিলের দলের। বছরের শেষ সিরিজটি ভারত খেলবে নিজেদের ঘরের মাঠে। টিম ইন্ডিয়া তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ ও তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে।

ক্রিকেট খেলতেন রবীন্দ্রনাথ

প্রথম সন্দেশ নিউজ ব্যুরো : ১৯৬২ সালের জানুয়ারি মাসে আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা জগদীশচন্দ্র রায়ের চিঠি থেকে জানা যায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্রিকেট খেলতেন এবং ক্রিকেট খেলা দেখতে ভালোবাসতেন।

তখনকার সময়ে ১৯নং স্টোর রোড (বালিগঞ্জ, কলকাতা) এর সামনে মিলিটারি মাঠ ছিল। সেই মাঠের একপাশে সাহেবদের ক্রিকেট ক্লাব। ভারতীয়রা সভ্য হতে পারতেন না। বলা ভালো সুযোগ ছিলো না। কোনো একদিন ওই ক্লাবের ক্রিকেট খেলা দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেজদাদাকে

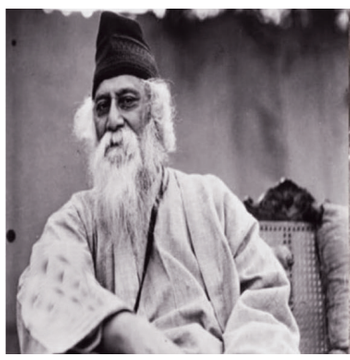

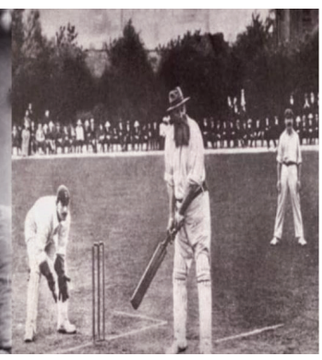

খেলার সরঞ্জাম কেনার কথা বলেন। ধর্মতলার এক ভারতীয় দোকান থেকে খেলার ব্যাট, বল, নেট ইত্যাদি কেনা হয় এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দুজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান প্রশিক্ষক মাইনে দিয়ে রেখে রবিঠাকুরের ক্রিকেট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকদিন জোড়াসাঁকো থেকে খেলা দেখতো এবং খেলতে আসতেন ওই ১৯নং রোড এর মাঠে। কিন্তু মাত্র কয়েকমাস পর তাঁর ক্রিকেট খেলার প্রতি আগ্রহ নষ্ট হয়। পরবর্তীতে তিনি আর কোনোদিন ক্রিকেট খেলতে বা খেলা দেখতে যাননি বলে জানা যায়।

কিন্তু রবি ঠাকুরের লেখা উপন্যাস ও কবিতায় ব্যাট, বল খেলার উল্লেখ পাওয়া যায়। "চিরকুমার সভা" দ্বিতীয় অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে শ্রীশ চরিত্রে সংলাপে ফুটবল, টেনিস, ক্রিকেট এসব খেলার উল্লেখ রয়েছে। "গোরা" উপন্যাসেও খেলার কথা পাঠক পেয়েছেন।

কাজেই খেলার প্রতি তাঁর উৎসাহ ছিল বোঝা যায়। সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, উপন্যাস এসব ছাড়া ক্রিকেট খেলার খানিকটা হলেও নেশা একেবারে চাপেনি তা নয়। বিভিন্ন প্রবন্ধ ও রচনা পড়লে রবীন্দ্রনাথের অফ-বিট চিন্তার হদিশ মিলেই যায়।

Printed, Published and **owned** by Haimanti Roy Thakur, 96, Purba Sinthi by Lane, Kolkata - 700 030
Printed by Rajib Roy, Sinthi More, Kol - 700 050. **Editor: Haimanti Roy Thakur,** Phone: 9836765148, 9830495701& Email: haaimaanti@gmail.com